ক্রোড়পত্র- 'ক'
রিজিয়ন সদর দপ্তর, রংপুর পত্র নং
৪৪.০২.৬৫০০.০২৮.০৩.৫০৪.১৭/
তারিখ : মে ২০১৭

বিজিবি উত্তর পশ্চিম রিজিয়ন, রংপুর এর নিজস্ব পরিচিতি, কার্যক্রম

সূচনা

১। এ বাহিনীকে দক্ষ, কার্যকরী ও গতিশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১১ সালে বিজিবি পূণর্গঠন করেন। বিজিবি পূণর্গঠন এর আওতায় এ বাহিনীর কার্য ক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে গত ২০ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, উত্তর পশ্চিম রিজিয়ন প্রতিষ্ঠা করেন।

২। অত্র রিজিয়নের অধীনে ০৪ টি সেক্টর, ১৫ টি ব্যাটালিয়ন এবং ০১টি রিজিয়নাল ইন্টিলিজেন্স ব্যুরো রয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে রংপুর রিজিয়ন দেশের আভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বিএসএফ এর ০৩টি ফ্রন্টিয়ারের (নর্থ বেঙ্গল, সাউথ বেঙ্গল এবং গৌহাটি) সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

উত্তর পশ্চিম রিজিয়ন, রংপুর এর নিজস্ব পরিচিতি

৩। বিজিবি রংপুর রিজিয়ন বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে অবস্থিত যার পশ্চিমে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, দক্ষিণে খুলনা বিভাগ, উত্তরে ভারতের আসাম ও মেঘালয় রাজ্যের আন্তর্জাতিক সীমানা এবং পূর্বে রয়েছে ঢাকা বিভাগ। এ এলাকাটি তুলনামূলকভাবে অনুন্নত হলেও এলাকাটি সাধারণভাবে সমতল এবং প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ।

৪। দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সাধারণ বর্ণনা।

ক। অপারেশনাল দায়িত্বপূর্ণ এলাকা। রংপুর রিজিয়নের দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় সমতল ভূমি এবং নদী সীমানা রয়েছে। এই রিজিয়নের প্রথম সীমান্ত পিলার শুরু হয়েছে রাজশাহী জেলার ৮১/৩-এস (১ বিজিবি) এবং শেষ সীমান্ত পিলার কুড়িগ্রাম জেলার সীমান্ত পিলার ১০৪৭ (৪৫ বিজিবি) যার সর্বমোট দূরত্ব ১,৭২৭ কিঃ মিঃ।

খ। প্রশাসনিক দায়িত্বপূর্ণ এলাকা। রংপুর রিজিয়নের দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগ যার মোট ১৬টি জেলা এবং ১২৮ টি উপজেলা রয়েছে এবং এর সর্বমোট আয়তন ৩৪,৩৫৫.৩৯ বর্গ কিঃ মিঃ যা বাংলাদেশের প্রায় ১৪ অংশের সমান। উত্তর পশ্চিম রিজিয়ন বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত এবং এর সদর দপ্তর রংপুরে অবস্থিত।

গ। <u>অপারেশনাল দায়িত্বপূর্ণ এলাকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ</u>। রংপুর রিজিয়নের অপারেশাল দায়িত্বপূর্ণ এলাকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নিম্নরুপঃ

(১) <u>বিএসএফ/ভারতীয় নাগরিক কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিকের উপর গুলিবর্ষণ/ হত্যা/আহত করা</u>। বিএসএফ/ ভারতীয় নাগরিক কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিকের উপর গুলিবর্ষণ করে হত্যা করার ঘটনা একটি নৈমিত্তিক সমস্যা হলেও বর্তমানে পূর্বের চেয়ে অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। গবাদি পশু চোরাচালান বাংলাদেশী নাগরিক হত্যাকান্ডের প্রধান কারন হিসেবে উদঘাটিত হয়েছে। বাংলাদেশ পাশের কাঁটা তারের বেড়া এবং রিং রোড না থাকায় গবাদি পশু চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবি তুলনামূলকভাবে অসুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে।

(২) <u>সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী</u>। রংপুর রিজিয়নের সর্বমোট দায়িত্বপূর্ণ এলাকা ১,৭২৭ কিঃ মিঃ। উক্ত সীমানার মধ্যে ১,৫৫২ কিঃ মিঃ এলাকা স্থল সীমানা এবং ১৭৫ কিঃ মিঃ এলাকা জল সীমানা। অদ্যাবধি ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১,৩০৮.৬৪২ কিঃ মিঃ সীমান্ত এলাকায় কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ করা হয়েছে।

ঘ। <u>রংপুর রিজিয়নের আওতাধীন ৪টি সেক্টর বিদ্যমান রয়েছে যথা</u> :- রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর এবং ঠাকুরগাঁও। সেক্টর সমূহের আওতাধীন সর্বমোট ১৫ টি ব্যাটালিয়ন বিদ্যমান।

ঙ। <u>ইমিগ্রেশন চেকপোষ্ট (আইসিপি) সংক্রান্ত তথ্যাবলী</u>। রংপুর রিজিয়নের দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় মোট ০৫ টি আইসিপি রয়েছে। যথাঃ

(১)	সোনামসজিদ আইসিপি	- ৯ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
(২)	হিলি আইসিপি	- ২০ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, জয়পুরহাট।
(৩)	বিরল আইসিপি	- ৪২ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, দিনাজপুর।
(৪)	বুড়িমারী আইসিপি	- ১৫ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, লালমনিরহাট।
(৫)	বাংলাবান্ধা আইসিপি	- ১৮ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, পঞ্চগড়।

চ। <u>ল্যান্ড কাষ্টম্স (এলসিএস) সংক্রান্ত তথ্যাবলী</u>। রংপুর রিজিয়নের দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় মোট ০৫টি এলসিএস রয়েছে। যথাঃ

(১)	সোনামসজিদ এলসিএস	- ৯ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
(২)	পানামা এলসিএস	- ২০ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, জয়পুরহাট।
(৩)	বুড়িমারী এলসিএস	- ১৫ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, লালমনিরহাট।
(৪)	সোনাহাট এলসিএস	- ৪৫ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, কুড়িগ্রাম।
(৫)	বাংলাবান্ধা এলসিএস	- ১৮ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, পঞ্চগড়।

(ছ) <u>রংপুর রিজিয়নের দায়িত্বাধীন সীমান্ত এলাকার বিপরীতে বিএসএফ মোতায়েন সংক্রান্ত তথ্যাবলী</u>। রংপুর রিজিয়নের দায়িত্বপূর্ণ এলাকার বিপরীতে বিএসএফ এর মোট ০২টি পূর্ন ফ্রন্টিয়ার এবং ০১টি ফ্রন্টিয়ারের আংশিক দায়িত্বপূর্ণ এলাকা রয়েছে যার অধীনস্থ ৯টি বিএসএফ সেক্টর এবং ৩৪টি বিএসএফ ব্যাটালিয়ন বিদ্যমান রয়েছে।

উত্তর পশ্চিম রিজিয়ন, রংপুর এর কার্যক্রম

৫। অধিনস্থ সকল সেক্টর ও ব্যাটালিয়ন সমূহ মোট ১,৭২৭ কিঃ মিঃ সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব পালন করছে। সীমান্ত সুরক্ষা ছাড়াও চোরাচালান দমন, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্যাদি পাচার রোধ এবং দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে দায়িত্ব পালন করে আসছে। এছাড়াও গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধি এবং গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গত ১৯ জুন ২০১৩ তারিখে রংপুর রিজিয়নাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আরআইবি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে।রংপুর রিজিয়নের দায়িত্বপূর্ণ এলাকার কিছু অংশ ভৌগলিক কারনে অধিক চোরাচালান প্রবণ। বিশেষ করে রাজশাহী এবং দিনাজপুর সেক্টরের দায়িত্বপূর্ণ এলাকা এবং অন্য ০২টি সেক্টর রংপুর ও ঠাকুরগাঁও কম চোরাচালান প্রবণ এলাকার অন্তর্ভূক্ত। বাংলাদেশ-ভারতের কিছু উন্নত যোগাযোগ সম্পন্ন এলাকার মাধ্যমে এসব চোরাচালানী কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। বিজিবি সীমান্তের ০৫ মাইলের (৮ কিঃ মিঃ) মধ্যে এককভাবে চোরাচালান বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নির্ভরযোগ্য গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সীমান্তের ০৫ মাইলের (৮ কিঃ মিঃ) বাইরে বেসামরিক প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সমন্বয় সাপেক্ষে টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

উত্তর পশ্চিম রিজিয়ন, রংপুর এর অর্জন

৬। অত্র রিজিয়ন এবং অধিনস্থ সেক্টর ও ব্যাটালিয়ন কর্তৃক গত ২০ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখ হতে ১০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট সিজার মূল্য এবং নিম্নেবর্ণিত মাদক ও নেশা জতীয় দ্রব্য আটক করতে সক্ষম হয়ঃ

ক।	**সর্বমোট সিজার মূল্য**	**- ৪৬৯,৮১,৮৬,০৭৩ টাকা।**
খ।	**ফেন্সিডিল**	**- ৮,৭০,৯৭৬ বোতল।**
গ।	**ফেন্সিডিল (তরল)**	**- ২৩,৮৭২.১৬ লিটার।**
ঘ।	**মদ**	**- ৬৩,৬৭৫ বোতল।**
ঙ।	**হেরোইন**	**- ৮৯.৫০৩ কেজি।**
চ।	**গাঁজা**	**- ৩,১৯৪.৫৩২ কেজি।**
ছ।	**ইয়াবা, সেনেগ্রা, ভায়াগ্রা**	**- ১৪,১৯,২২৪ ট্যাবলেট।**

৭। অত্র রিজিয়ন এবং অধিনস্থ সেক্টর ও ব্যাটালিয়ন কর্তৃক গত ২০ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখ হতে ১০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত নিম্নেবর্ণিত অবৈধ অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং বিস্ফোরক দ্রব্য আটক করতে সক্ষম হয়ঃ

ক।	**আগ্নেয়াস্ত্র**	**- ১৮৯ টি**
খ।	**গোলাবারুদ**	**- ৮৭২ টি।**
গ।	**বিস্ফোরক দ্রব্য**	**- ৭১৪.১১ কেজি।**

৮। আলোকিত সীমান্ত প্রকল্প। সীমান্ত এলাকাগুলো সাধারণতঃ অপরাধ প্রবণ হয়ে থাকে এমন একটি ধারণা পাল্টে দিতে বিজিবির তত্বাবধানে গত ২০ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার বৈউরঝারি সীমান্তের (রব্বাই বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকা) শুটকাবস্তি গ্রামে আলোকিত সীমান্ত নামে একটি প্রকল্প চালু করেছিল ৩০ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, ঠাকুরগাঁও। মাত্র ০৪ মাসের মাথায় এর সুফল পেতে শুরু করে প্রকল্পভুক্ত সুবিধাভোগীরা। আলোকিত সীমান্ত প্রকল্পের ফলে সীমান্তের অপরাধের প্রবণতা শুন্যের কোটায় নেমে আসতে শুরু করেছে। তাই এই প্রকল্পের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ তথা আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর মাননীয় মহাপরিচালক মহোদয়ের দিক নির্দেশনায় একটি বিস্তর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং এই প্রকল্পের নাম করণ করা হয় আলোকিত সীমান্ত আলোকিত সীমান্তের বর্তমান চলমান প্রকল্পগুলি নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ক। গবাদী পশুর খামার প্রকল্প।
খ। পোল্ট্রি ফার্ম প্রকল্প।
গ। বায়ো গ্যাস প্লান্ট প্রকল্প।
ঘ। মধু উৎপাদন প্রকল্প।
ঙ। সোলার ষ্ট্রিট লাইট স্থাপন।
চ। মাসরুম উৎপাদন প্রকল্প।
ছ। বৃক্ষ রোপন প্রকল্প।
জ। জৈব সার উৎপাদন প্রকল্প।

৯। উত্তর পশ্চিম রিজিয়নের দায়িত্বপূর্ণ এলাকার মধ্যে অবস্থিত ঐতিহাসিক/দর্শনীয় স্থানসমূহ। অত্র রিজিয়নের দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় নিম্নেবর্ণিত ঐতিহাসিক/দর্শনীয় স্থান রয়েছেঃ

ক। তিন বিঘা করিডোর। ১৭৮ মিঃ x ৮৫ মিঃ করিডোরটি তিনবিঘা নামে খ্যাত। দহগ্রাম-আঙ্গঁরপোতা (লালমনিহাট জেলার পাটগ্রাম থানা) বাসী ২৬ জুন ১৯৯২ থেকে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ে এক ঘন্টা অন্তর এই করিডোরের ভিতর দিয়ে যাতায়াতের অনুমতি পায়। ১২ আগষ্ট ২০০১ থেকে সকাল হতে সন্ধ্যা দিন ব্যাপি যাতায়াতের অনুমতি পাওয়া যায়। ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ হতে ২৪ ঘন্টা নির্বিঘ্নে যাতায়াতের জন্য অনুমতি পাওয়া যায়। পানবাড়ি এবং দহগ্রাম নামে বিজিব্বির দুটি বিওপি তিনবিঘা করিডোরের দুই পাশের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

খ। ঐতিহ্যবাহী হিলি রেল ষ্টেশন। জয়পুরহাট জেলার সীমান্তবর্তী ঐতিহ্যবাহী হিলি রেল ষ্টেশন যা আন্তর্জাতিক সীমানার ২৫-৩০ গজের মধ্যে স্থাপিত।

গ। তেতুলিয়া বিওপি। অত্র রিজিয়নের আওতাধীন ঠাকুরগাঁও সেক্টরের অধীনস্থ ১৮ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, পঞ্চগড় জেলার তেতুলিয়া থানার আওতাধীন অন্যতম পুরাতন বিওপি যা ব্রিটিশ আমলে স্থাপিত হয়েছিল। বাংলাবান্ধা আইসিপি এই বিওপির অধীনে থাকায় উক্ত বিওপির কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ। তেতুলিয়া বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের আন্তর্জাতিক সীমানা বাংলাবান্ধা জিরো পয়েন্ট অবস্থিত।

ঘ। হিলি যুদ্ধ ক্ষেত্র। জয়পুরহাট জেলার হিলিতে ১৯৭১ সালের ২৮-২৯ মার্চ রাতে সুবেদার মেজর আব্দুর রব এর নেতৃত্বে ২৫ জন বাংগালী ইপিআর সদস্য কুঠিবাড়ীতে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে পাঠান-পাঞ্জাবী শত্রু সেনাকে পরাজিত করে কুঠিবাড়ী মুক্ত করেন। ২৯ মার্চ পাকিস্তানী ও অবাঙ্গালীরা দিনাজপুর থেকে পালিয়ে বেঁচেছিল।

ঙ। বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ক্যাপ্টেন মহীউদ্দিন জাহাঙ্গীর এর সমাধিস্থল। বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ক্যাপ্টেন মহীউদ্দিন জাহাঙ্গীর গত ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে চাঁপাইববাবগঞ্জ জেলার মহানন্দা নদীর তীরে শত্রুর প্রতিরক্ষা ভাঙ্গার প্রচেষ্টার সময় শহীদ হন। তাঁর উদ্যোগে মুক্তিবাহিনী ঐ অঞ্চলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। যার ফলাফলস্বরুপ মুক্তিবাহিনী প্রতিপক্ষকে পরাস্থ করে এবং ওই অঞ্চলকে শত্রুমুক্ত করে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার সোনামসজিদ এর মসজিদ কমপ্লেক্সে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ক্যাপ্টেন মহীউদ্দিন জাহাঙ্গীর এর সমাধিস্থল রয়েছে।

চ। ফারাক্কা বাঁধ। ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সময়ে ভারত সরকার ভারতের গঙ্গা নদীর উপর ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করে যা ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল প্রথম চালু করা হয়। এটি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার পশ্চিম দিকে সীমান্ত পিলার-১৮৬ হতে ২১ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত।

ছ। কান্তজির মন্দির। দিনাজপুর জেলার কাহারুল থানায় ঐতিহ্যবাহী কান্তজির মন্দির অবস্থিত। এটি হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি ঐতিহ্যবাহী পুরাতন মন্দির যা পুরাকীর্তি হিসাবে জনসাধারণের জন্য দর্শনীয় স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়।

জ। তাজহাট জমিদার বাড়ী। রংপুর শহর সংলগ্ন এলাকায় ঐতিহাসিক তাজহাট রাজবাড়ী অবস্থিত। ১৯০৮ সালে মহারাজা কুমার গোপাল লাল রায় তাজহাট রাজবাড়ি নির্মাণ করেন।

ঝ। বেগম রোকেয়া স্মৃতিচিহ্ন। রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় নারী জাগরণের অগ্রদুত বেগম রোকেয়ার স্মৃতিচিহ্ন অবস্থিত। তিনি সমগ্র বাংলার নারী জাগরণের পথিকৃত হিসেবে সর্বজন বিদিত। তার এই স্মৃতিচিহ্ন বাংলার নারী জাগরণের মাইল ফলক।

ঞ। তিস্তা ব্যারেজ। লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলায় তিস্তা ব্যারেজ অবস্থিত। এটি তিস্তা নদীর উপর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নির্মিত পানি নিয়ন্ত্রণ বাঁধ যার মাধ্যমে বর্ষাকালে অতিরিক্ত পানি নিয়ন্ত্রণ করে সমগ্র উত্তরাঞ্চলের বন্যা প্রতিরোধ করাসহ কৃষি কাজে পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়।

ট। রামসাগর। দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলায় বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ মানব সৃষ্ট পানি রক্ষণাগার রামসাগর অবস্থিত। রামসাগর উদ্যানের প্রধান আকর্ষণ হলো বিশাল রামসাগর দিঘি। তটভূমিসহ রামসাগরের আয়তন ৪,৩৭,৪৯২ বর্গমিটার, দৈর্ঘ্য ১,০৩১ মিটার ও প্রস্থ ৩৬৪ মিটার। গভীরতা গড়ে প্রায় ১০ মিটার। পাড়ের উচ্চতা ১৩.৫ মিটার। দিনাজপুরের বিখ্যাত রাজা রামনাথ (রাজত্বকালঃ ১৭২২-১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ) পলাশীর যুদ্ধের আগে (১৭৫০-১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে) এই রামসাগর দিঘি খনন করেছিলেন। তাঁরই নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় রামসাগর। দিঘিটি খনন করতে তৎকালীন প্রায় ৩০,০০০ টাকা এবং ১৫,০০,০০০ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়েছিল।

ঠ। চলন বিল। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিল যা নাটোর এবং পাবনা জেলাকে বিভক্ত করেছে। এই বিলে অনেক মৎসজীবি মৎস স্বীকার করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

ড। বাংলাবান্ধা আইসিপি। পঞ্চগড় জেলার তেতুলিয়া থানায় নতুন স্থাপিত বাংলাবান্ধা আইসিপি অবস্থিত যা এশিয়ান হাইওয়ের কেন্দ্রস্থল। বাংলাবান্ধায় একটি এলসিপিও রয়েছে যার মাধ্যমে ভারত এবং নেপাল হয়ে বাংলাদেশে আমদানী/রপ্তানী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

১০। ভূ-প্রকৃতি ও জনবসতি সম্পর্কিত তথ্য। বিজিবি উত্তর পশ্চিম রিজিয়ন রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগ নিয়ে গঠিত এবং এই দুই বিভাগের জনসংখ্যা প্রায় ৩৪ মিলিয়ন বা প্রায় ৩.৪ কোটি। সীমান্ত এলাকা জনবসতিপূর্ণ, এলাকার ভূমি উর্বর এবং সীমান্ত শূন্য রেখা পর্যন্ত চাষাবাদ হয়। অধিকাংশ জনগণ কৃষি নির্ভর, এছাড়াও মৎস্য শিকার, শ্রমজীবি এবং চাকুরীজীবিও রয়েছে। এলাকার জনগণের সামাজিক, সাংকৃতিক এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম পাশর্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতীয়দের মত একই ধরনের যদিও তারা প্রশাসনিক সীমানা দ্বারা বিভক্ত। কোথাও কোথাও বাংলাদেশ-ভারত সীমানা গ্রামকে বিভক্ত করেছে, আবার কোথাও একটি বাড়ীকে বিভক্ত করেছে। দেশ বিভক্তির ৬৯ বছর অতিবাহিত হলেও আজও সীমান্তবর্তী জনগণ বিবাহ এবং সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক অব্যাহত রেখেছে।